গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ২৩

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ২৪

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ৩৯

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, সমস্যাগ্রস্ত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী মানুষকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা এবং আবাসনের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত তিন বছরে সর্বমোট ৫৬ লক্ষ ৭০ হাজার ভাতাভোগী'র নামে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। ভাতা ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজ করার লক্ষ্যে সকল ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাব নম্বরে ভাতার অর্থ সরাসরি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৫.৬২ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে ভাতা প্রদানের জন্য ৪টি জেলায় পাইলটিং শুরু করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা এবং প্রায় ১০ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মধ্যেমে পথের শিশুদের ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য ২,২০০ পথশিশুর আশ্রয়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্প্রতি কক্সবাজারে আগত ৩৯৮৪১ জন রোহিঙ্গা শিশুকে সনাক্ত করে আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতর এর অধীনে ৮টি বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, সুবিধাভোগীদের একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল তথ্যভান্ডারের আওতায় আনয়ন এবং ই-সার্ভিসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় কাঙ্ক্ষিতমানের সেবা পৌঁছে দেয়া। এছাড়াও সুবিধাভোগী বাছাই স্বচ্ছতর করা, নিবন্ধনকৃত প্রায় ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা'র কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটি (এনডিডি) সম্পন্ন মানুষের প্রতিবন্ধিতা নিরূপণপূর্বক তাদের জন্য শিক্ষা কারিকুলাম প্রস্তুত ও উত্তরাধিকারের ধারা নিশ্চিত করাও মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সেবাদানে শুদ্ধাচার অনুশীলন নিশ্চিতকরণ, ইনোভেশনকে উৎসাহ প্রদান এবং সেবা প্রদান পদ্ধতিকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটালাইজেশন। ২০২০ সালের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল সেবাগ্রহীতার একটি সমন্বিত ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরি সম্পন্ন ও বিভাগীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিকমানের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কারিকুলাম, ইনডিভিজ্যুয়াল এডুকেশন প্লান (আইইপি) তৈরি এবং আন্তর্জাতিকমানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪০ লক্ষ, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ ও ১০ লক্ষতে উন্নীতকরণ;
- হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৪০০ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ, ৪২৫০০ ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা ও ২০৩৫০ শিশুকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান;
- এছাড়াও প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ;
- বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ , ৪টি বিভাগে ৪টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ এবং জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ভবন নির্মাণ;
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- প্রতি জেলায় সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: